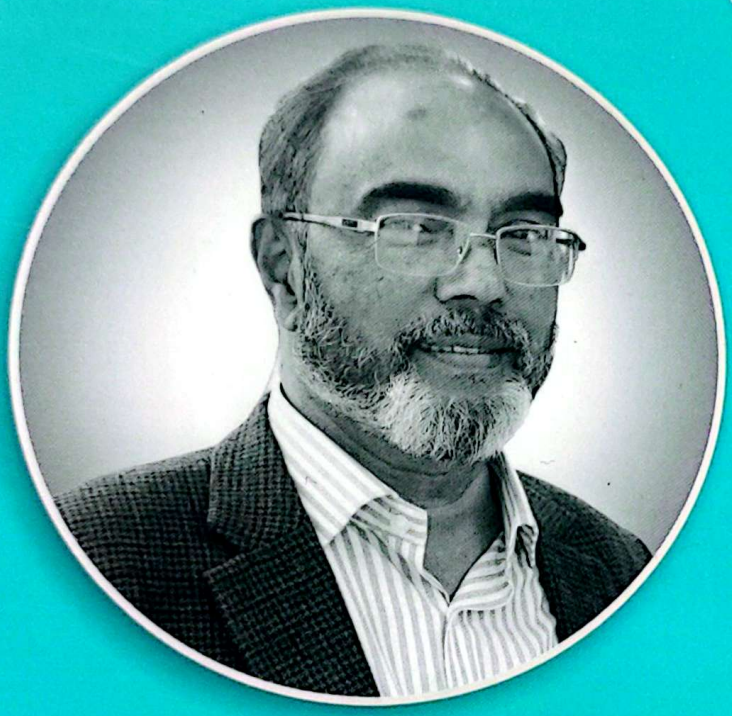

ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বারী

ক্লাস-১ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার (ইউকে)

প্রতিষ্ঠাতা, বেডো

CamScanner

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বারী; একজন স্বনামধন্য সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক, গীতিকার, সুরকার, একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং পেশাগতভাবে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত ক্ষণজন্মা প্রতিভার নাম। তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও জীবন-মান উন্নয়নে অবদান রাখায় ২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্মাননা "অশোকা ফেলোশীপ" অর্জনের মাধ্যমে বৈশ্বিক সেরাদের কাতারে নিজেকে সামিল করেন।

প্রারম্ভিক জীবন

আব্দুল বারী ১ জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জসিমুদ্দিন মন্ডল এবং মাতা সারেজাহান। তিনি বোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করে নওগাঁর স্বনামধন্য সরকারী কে. ডি. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। পরবর্তীতে, ১৯৬৮ সালে চট্রগ্রাম মেরিন একাডেমী থেকে কৃতিত্বের সাথে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবন

আব্দুল বারী ১৯৭১ সালে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে ফিফথ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর, ১৯৭৬ সালে তিনি যুক্তরাজ্য থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৭৮ সালে ১ম শ্রেণীর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন। চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানী যেমনঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, এটলাস শিপিং লাইন্স লিঃ, কাপাল শিপ ম্যানেজমেন্ট লিঃ, নেপচুন শিপ ম্যানেজমেন্টসহ নামকরা শিপিং কোম্পানীতে প্রায় ৮ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরের নেপচুন শিপ ম্যানেজমেন্টে চাকরীকালে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাসের অনুমতি পেলেও দেশের জন্য কাজ করার অভিপ্রায়ে তিনি তা গ্রহণ না করে দেশে ফিরে আসেন।

পদ্মা টেকনো কনসাল্ট এন্ড সার্ভে লিমিটেড প্রতিষ্ঠা

আব্দুল বারী ১৯৯২ সালে সিঙ্গাপুর হতে বাংলাদেশে ফিরে পদ্মা টেকনো কনসাল্ট এন্ড সার্ভে লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চীফ সার্ভেয়ার হিসেবে কাজ শুরু করেন। উল্লেখ্য, তিনি ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত "বাংলাদেশ জেনারেল সার্ভেয়ারস্ এসোসিয়েশন" এর নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

CamScanner

বেডো প্রতিষ্ঠা

পেশাগত কাজের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে আব্দুল বারী ১৯৯৩ সালে বেডো নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমৃত্যু তিনি বেডো'র নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সামাজিক উন্নয়নে তার উল্লেযোগ্য অবদানগুলো হলো-

- বেডো জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা;
- বেডো রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা;
- বেডো ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা;
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা;
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে কাজ করা; এবং
- বেডো ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু ও পরিচালনা করা।

ঢাকা শহরের রিকশাচালকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

আব্দুল বারী ১৯৯৫ সালে ঢাকা শহরের রিকশাচালকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে রিকশাচালকদের ট্রাফিক আইন, মানবাধিকার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, এইচআইভি এইডস, সামাজিক আচরণ, বিকল্প পেশা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, রিকশাচালকরা প্রায়ই দূর্ঘটনার শিকার হয়ে সহায় সম্বল হারিয়ে অমানবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, তাঁর একক উদ্যোগে একজন রিকশাচালক মাত্র ৩১/- টাকা বাৎসরিক প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ৪০,০০০/- টাকা বীমা কাভারেজ এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। রিকশাচালকদের কল্যাণে দূর্ঘটনাজনিত বীমা কাভারেজ এর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি ২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্মাননা অশোকা ফেলোশীপ লাভ করেন।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

আব্দুল বারী শৈশব থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মেরিন একাডেমি পর্যন্ত প্রতি বছর তিনি গানের প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। তিনি গান গাওয়ার পাশাপাশি গান রচনা ও সুর সংযোজনা করেও সুনাম কুড়িয়েছেন। তাঁর লেখা ও সুর করা গান গেয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী সুবীর নন্দী, সামিনা চৌধুরী, কনকচাঁপা, তপন চৌধুরী, খালেদ হাসান মিলু, শাকিলা জাফর, শাম্মী আকতার, মনির খান, অনিমা ডি কস্তা প্রমূখ। তিনি ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলের তালিকাভূক্ত গীতিকার ও সুরকার ছিলেন।

CamScanner

তিনি ১৯৯৬ সালে নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক হিসেবে বিটিভির জন্য **'ভুল যদি হয়'** নামে একটি প্যাকেজ নাটক তৈরি করেন যা বিটিভি, এটিএন বাংলা ও একুশে টিভি চ্যানেলে মোট ৮ বার প্রচারিত হয়। এছাড়া, ২০০০ সালে একুশে টিভি'র জন্য তিনি **'নীল স্বপ্ন'** নামে একটি নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন, যা বেশ কয়েকবার সম্প্রচারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নাটকটি ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এ্যাওয়ার্ড ২০০২ সালের জন্য মনোনীত হয়েছিল। তিনি ২০০৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে **'সন্তান'** নামে একটি টেলিফিল্ম রচনা ও নির্মাণ করেন যেটি পরিচালনা করেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী আবুল হায়াৎ।

প্রকাশনা

আব্দুল বারী বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৩ বছর পরিশ্রম করে ১৯৮৫ সালে বাংলায় **'ডিজেল ইঞ্জিন ও আনুষঙ্গিক মেশিনসমূহ'** নামে একটি পাঠ্য বই রচনা করেন। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমীর অর্থায়নে তা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের উপযোগী করে ১৯৮৭ সালে **'অন্তর্দহন ইঞ্জিন এবং আনুষঙ্গিক মেশিনসমূহ'** নামে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় ৩ বছর জনপ্রিয় সাপ্তাহিক **'যায় যায় দিন'**-এ **'নীল চোখ'** নামে কলাম লিখেছেন, যা দেশব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়া, **'তার প্রতীক্ষায়'** নামে তাঁর একটি উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে।

পারিবারিক জীবন

আব্দুল বারী'র সহধর্মিণী জনাব সায়েদা খানম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স শেষে রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজে কর্মজীবন শুরু করে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর একমাত্র ছেলে সাব্বির আহমেদ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। তাঁর মেয়ে ডাঃ তাসনিম আহমেদ এমবিবিএস পাশ করে জেড.এইচ. শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বর্তমানে বেডো'তে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জাগতিক মৃত্যু

আব্দুল বারী ১৪ মার্চ ২০২২ সালে ৭৪ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন।

CamScanner